শব্দপদাবলী

আ আমার ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?
ভেবে চাহে বেঁধে দিলে আ ; পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, হীন কলুর অনুগত,

আলোচ্য পদে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন মোহবদ্ধ জীবনের বেদনাকে অননুকরণীয় ভাষায় রূপক অলঙ্কারে ব্যক্ত করেছেন। ক্ষুদ্র - মৃত্যু ব্যাপ্তিসম্ভ মোহবদ্ধ জীবাত্মা প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে ঘূর্ণায়মান, তার নিজস্ব কোন স্বপ্ন সম্ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্র নেই, সে যেন চোখ বাঁধা কলুর বলদের ন্যায়, কলুর বলদ যেমন ফলপ্রাপ্তির আশা না করে নিত্য নির্দিষ্ট ঘর, তেমনি মোহবদ্ধ জীবও তদ্রূপই বাঁধা, সেও নিত্য আবর্তিত হচ্ছে। কোন অদৃশ্য নিয়তি যেভাবে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ বেদনার পরিধিতে নিক্ষিপ্ত করেছে তা জীবের সাধ্য ছাড়া অসম্ভব নয়, ভক্তকবি তাই করুণাময়ী মাতৃচরণীর কাছে প্রার্থনা করেন তাকে যেন আত্মা (ব্রহ্মশক্তি) থেকে উদ্ভিন্ন করা হোক। মানবজীবনের সার্থকতা আশা সম্ভব নয়, জীব আত্মাসম্ভিন্ন, অতএব ক্ষুদ্র জীবাত্মার ওপরও তার অনুগত, কেননা জীবের আত্মসম্ভিন্ন অবস্থা উপলব্ধি হয় নি। ফলে সে সঙ্কীর্ণ জীবন ভুলতে পারে না। তবুও মায়ী বৃত্তে অবস্থিত অনুভূতি হয় সে যেমন ঘোর থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর মনে হয়, তাই ভক্তকবি মাতৃকা শক্তির কাছে অভিযোগ জানান, আকুল কণ্ঠস্বরে নিবেদিত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে তার সৌন্দর্যে প্রকাশিত হতে প্রার্থনা করে।

পদকর্তা আলোচ্য অংশে রূপকের আবরণে জীবন সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। মানুষ পার্থিব কৃপাতে ও জীবনে বিচিত্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতে মুগ্ধ পরমাপ্রকৃতি তাদ্যাশক্তিতে বিশ্বিত হয়, ফলে মুক্তিলাভ আত্মিক জীবনে তাঁর মুক্তি আসে না। মানুষকে ষড়রিপুর প্রভাবে বন্ধুত্বভাবে প্রতি তাসক্ত করে রাখা হয়, যে তার আসল স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম হয় তা; মাতৃমহিমা উপলব্ধি করতে পারে না, সাধকও সেখানে ব্যতিক্রম নেয়, এখ, মানুষও এই দৃষ্টি বিন্দুকে দূরে কলুর বলদ বলে বুঝিয়েছেন, সেই বিন্দুদের প্রকোপে মানুষের অস্তিত্বোক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, ফলে তার জীবনে লীলাময়ে সার্থকতা তখন তার অনুভূত করা সম্ভব হয় না, সেই বিন্দুটিকে অধ্যাত্মপ্রেরণা বলেছেন তন্ত্রশাস্ত্রে। সাধারণ ভক্তরাও। সাধারণ ভক্তের ভক্তিতে বিন্দু সেখানে প্রতিফলিত। সাধনার জন্য ভক্তরাও, সাধকের - রক্ষিত মানুষ চোখাচোখায়, আবেগ নিমজ্জিত ভাবে ভিন্নভাবে ভক্তি ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা সমুখীন হয়, তারই মর্মভেদী আর্তনাদ আলোচ্য পদটিতে।